আজকের কাগজ

তারিখ 07 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

কি বিচিত্র এই দেশ!

এম এ রহিম

একদা দিগ্বিজয়ী সম্রাট মহাবীর আলেকজান্ডার উপমহাদেশ আক্রমণ করে ভীরু কাপুরুষ রাজা মহারাজাদের মাঝে অসম সাহসী বীর যোদ্ধা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। পুরুরাজের বীরোচিত আচার আচরণে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে তদীয় সেনা নায়কের উদ্দেশে স্বগতোক্তি করে বলেছিলেন, সত্যই সেলুকাস; কি বিচিত্র এই দেশ! আর আজ বহু বছর পরে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বাধীন দেশের বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক অবিস্মরণীয় মহাসংকট মাঝে আলোড়িত অশুভ কর্মতৎপরতার গতি-প্রকৃতিতে সে ঐতিহাসিক স্মৃতিকথা বার বার রূঢ় বাস্তব হয়ে বিপরীত ধারায় মনে জাগে। বিগত প্রায় দেড় বছর যাবৎ রাজনৈতিক ডামাডোলের পরিপ্রেক্ষিতে, ধীরে ধীরে, দিনে দিনে আমরা ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গল, বাছ-বিচার ভুলে, জনকল্যাণকর জাগ্রত মানবতাবোধ বিসর্জন দিয়ে চলেছি এক ধ্বংসযজ্ঞের পরিণতির পথে।

এ ধরনের অশুভ, অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক স্বাধীনতার চলমান বহুবিধ ঘটনারাজির মাঝে তিনটিমাত্র বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করছি। কারণ বেশি কিছু উত্থাপন করে অহেতুক কালক্ষেপে নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করে লাভ নেই। যেহেতু সবই কমবেশি আমরা, -- বিদগ্ধ জনতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে বোবা হতে চলেছি। বলার অনেক কিছুই আছে, তথাপি বলতে মানা পর্যায়ে বাচালতায় ফায়দা নেই। পক্ষাপক্ষে আজ যখন, সবাই রাজা এ রাজার রাজত্বে, তখন মাঝখান থেকে আমজনতা স্বাধীনতার স্বাদের নামে অদৃশ্য এক সোনার শিকলে বাঁধা, দলিত, মথিত, নিষ্পেষিত।

প্রথমত সম্প্রতি ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ২০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাতীর ভর্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে অহেতুক এক জঘন্য, নোংরা রাজনীতির মাতামাতি চলেছে, দেশের শিক্ষার প্রাচীনতম সর্বোচ্চ পীঠস্থান, দেশ বিদেশে পরিচিত প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন প্রাঙ্গণে, এক অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত, অমোচনীয় কলংক কালিমায় কলুষিত করার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে। কেনো? কোনো স্বার্থে এ প্রয়াস? জবাব দেবে কে? বিচার মাথা টুকে মরে। বিচারের বানী কাঁদে নীরবে নিভৃতে। যেক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা তালিকাভুক্তদের মধ্য থেকে সীমিত আসন সংখ্যানুপাতে ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচিত করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সরকার অনুরোধে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ছাড়াই নিয়মের ব্যতিক্রমে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপাচার্য নির্বাহী ক্ষমতাবলে ১৯ জন মেধাবী ছাত্রসহ ১ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রীর বাণিজ্য অনুষদ 'গ' ইউনিটে ভর্তি সুপারিশ সঙ্গত হয় কেমনে? এটা আদৌ সহজ বোধগম্য নয়। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ৮১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২০ জন কি কারণে আলোচ্য পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি তার যৌক্তিক সঙ্গত কৈফিয়ৎ কোথায়? মেধাবী ছাত্রছাত্রী মাত্রই ভর্তিযোগ্য বিবেচিত হলে, এহেন ক্রমানুসারে বিবেচনায় ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাহলে আর থাকে না, তা বলাই বাহুল্য। যা হোক, এ অনাকাংক্ষিত ভর্তি প্রসঙ্গ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনসমূহে বিক্ষোভ, বাক-বিতণ্ডা, মিছিল, সমাবেশ পাল্টা সমাবেশ চলেছে সমানে। আপাতত শেষমেষ প্রস্তাবিত ৮ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। বিষয়টির সুষ্ঠু সার্বজনীন সমাধান সবারই কাম্য।

মনে রাখতে হবে --নিয়মের রাজত্বে অনিয়মের ঠাঁই নেই। অথচ সেই প্রচলিত শ্বাশত, সনাতন ন্যায়নীতির শিক্ষাঙ্গনেই চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে অনিয়ম আর স্বেচ্ছাচারের জগদ্দল পাথর। নিয়ম ও নৈতিকতা পরিপন্থি কার্যকলাপ। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুন। নীতিমালা প্রচলিত আইনের সহায়ক। সে নীতিমালাকে পাশ কাটিয়ে আইনের প্রয়োগ, পারতপক্ষে আইনের অবক্ষয় ও অপব্যবহারের নামান্তরমাত্র। আর এভাবেই পাপাচারের সংস্পর্শে ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, অনাচারজনিত ভুয়া, ভেজালে ভজন, একের পর এক পথ করে নেয়। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারি বিন্দু, গড়ে তোলে মহাসিন্ধু তুল্য পরিণতিতে সত্য ন্যায়ের পূণ্য পথের দিশা মেলে না। অতএব আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। অন্যথায় পরে পশ্চাতে আসল উদ্দেশ্যই ভণ্ডুল হয়ে যায়।

নিয়মের রাজত্বে অনিয়মের ঠাঁই নেই। অথচ সেই প্রচলিত শ্বাশত, সনাতন ন্যায়নীতির শিক্ষাঙ্গনেই চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে অনিয়ম আর স্বেচ্ছাচারের জগদ্দল পাথর। নিয়ম ও নৈতিকতা পরিপন্থি কার্যকলাপ। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুন। নীতিমালা প্রচলিত আইনের সহায়ক। সে নীতিমালাকে পাশ কাটিয়ে আইনের প্রয়োগ, পারতপক্ষে আইনের অবক্ষয় ও অপ-ব্যবহারের নামান্তরমাত্র। আর এভাবেই পাপাচারের সংস্পর্শে ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, অনাচারজনিত ভুয়া, ভেজালে ভজন, একের পর এক পথ করে নেয়। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারি বিন্দু, গড়ে তোলে মহাসিন্ধু তুল্য পরিণতিতে সত্য ন্যায়ের পূণ্য পথের দিশা মেলে না। অতএব আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। অন্যথায় পরে পশ্চাতে আসল উদ্দেশ্যই ভণ্ডুল হয়ে যায়।

আবহমান প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতিমালা আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে দুর্দমনীয় আদেশে ভেঙে চুরমার করে দেয়া সহজ। কিন্তু এ আদেশের মধ্য দিয়ে যে বিশৃংখলা আর অনিয়মের সূত্র ধরে পাপাচারের সদর দরজা খুলে দেয়া হয়, তার পরিণতি অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার।

দ্বিতীয়ত সংবাদে প্রকাশ, ৫ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ৯ জন সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের সাজা মওকুফ করে মুক্তি দেয়া হয়েছে। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দণ্ড দেয়ার পর-দেশের বর্তমান অস্থিতিশীল, চাঞ্চল্যকর, বিশৃংখল পরিস্থিতিতে মুক্তিদান সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্দুকযুদ্ধ, খুন রাহাজানি, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ ভয়াবহ আকারে দিনে দিনে বাড়ছে বৈ কমছে না। আর বিষয়টির এখানেই শেষ নয়, শোনা যায় আরো সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মুক্তি দান বিষয়টিও সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন।

সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। এ পরিপ্রেক্ষিতে এহেন মুক্তিদানে স্বাভাবিকভাবেই দেশজনতা শংকিত, আতংকিত। কারণ অতীতে এ ধরনের বহু বেদনাদায়ক স্মৃতির নজির রয়েছে। সুতরাং দেশ ও দলের স্বার্থে ব্যাপারটি আরো গভীরভাবে আগাগোড়া ভেবে দেখা দরকার। যার ক্ষয়ক্ষতি জনগণকেই ভোগ করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পাশাপাশি বিচিত্রভাবে মূল জিয়া হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিয়ে সুদীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর পর দুরভিসন্ধিমূলকভাবে মঞ্জুর হত্যার বিচারের প্রহসনে ক্ষমতাচ্যুত ও বর্তমানে কারাবন্দী সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে প্রধান আসামী হিসেবে জড়িত করে তার কারাজীবন দীর্ঘায়িত করার অশুভ চক্রান্ত চলেছে। আলোচ্য বিষয়দ্বয় সম্পর্কে সরকারের সুস্পষ্ট বক্তব্য জনগণ আশা করে।

পরিশেষে '৯০-এর গণআন্দোলনের পর অনেক আশা ছিলো। তবে উন্নয়নের জোয়ারে ন্যূনতম 'ডাল-ভাতের' নব ঘোষিত কর্মসূচিও ভেসে যাওয়ার আশা নয়, অন্তত নিয়ম-শৃংখলার মাঝে চলার আশা, স্বস্তি-শান্তিতে, নিরুপদ্রবে বাঁচার আশা। কিন্তু সেসব আশা একটার পর একটা ভেস্তে যাচ্ছে। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে শেষ আশা-ভরসা বিলীন হতে চলেছে।

'দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শোধিতে হইবে ঋণ', পর্যায়ে শেষতক ক্ষমতার অপচয়, অপব্যবহারের মাঝে আমানতের খেয়ানত ঘটিয়ে অবৈধভাবে হাত পড়েছে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। দলীয় সংসদ সদস্যদের মাথাপিছু ২৫ লাখ টাকা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নামে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ত্রাণ তহবিল জনগণের পবিত্র আমানত। শেষমেষ সেই আমানত খেয়ানতের লজ্জাজনক অভিযোগ উঠেছে। কারণ অনেকের দৃষ্টিতে এটা নির্বাচনী বৈতরণী পারের কড়ি হিসেবেই প্রতিভাত। অথচ সম্প্রতি জরুরি প্রয়োজন ক্ষেত্রে ত্রাণ তহবিলের স্বল্পতার কারণে বন্যা উপদ্রুত এলাকায় জনগণের হা অন্ন, হা অন্ন আহাজারিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। হায়রে দুর্ভাগা দেশ! হায়রে হতভাগ্যজনগণ! কপাল আর কারে কয়। 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।'

এ ধরনের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকারণ সম্পর্ক, রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রের শীর্ষ নির্বাহীর ভাবমূর্তিকে কতোটা ম্লান বা উজ্জ্বল করবে তা অদূর ভবিষ্যতই বলে দেবে। কারণ ভবি ভোলবার নয়।

এম এ রহিম : কলাম লেখক।